BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090029

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ন্যায়: প্রাথমিক শিক্ষায় মানবিকতার পুনর্গঠন

মিলন মণ্ডল

Student, Email: mondalm9734@gmail.com

Abstract:

সারসংক্ষেপ:

শিক্ষা হলো মানবসমাজের ভিত্তি। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তা কেবল জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, বরং ন্যায়, সমতা ও মানবিক মর্যাদার অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে। "সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ন্যায়"—এই তিনটি পরস্পর-সম্পর্কিত ধারণা প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোয় এমন এক আদর্শ গঠন করে যেখানে প্রতিটি শিশু, তার জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা বা আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে সমান অধিকার ও সুযোগ পায়। এই গবেষণাপত্রে আলোচিত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক ন্যায়ের প্রয়োজনীয়তা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার দর্শন, ভারতের বর্তমান নীতিনির্দেশ, এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াস। প্রবন্ধটি সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে পুনর্বিবেচনা করে মানবিক ও ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চায়।

মূল শব্দ: সমতা, অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ন্যায়, প্রাথমিক শিক্ষা, মানবিকতা, শিক্ষানীতি, বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষা।

ভূমিকা:

শিক্ষা কেবলমাত্র পঠন-পাঠনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; এটি মানুষের চেতনা, চিন্তাশক্তি ও মূল্যবোধের বিকাশের এক গভীর মানবিক অভিযাত্রা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার মানবিক সত্তার প্রতি সচেতন করা, তাকে নৈতিকভাবে দৃঢ় ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ করে গড়ে তোলা। এই কারণেই শিক্ষা কেবল তথ্য, সংখ্যা বা দক্ষতা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সমাজে ন্যায়, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো এই মানবিক গঠনপ্রক্রিয়ার মূলভিত্তি। এটি এমন এক পর্যায়, যেখানে শিশুর মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সূচনা ঘটে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যবহার, সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা—সবকিছু মিলিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই স্তরে শিশুরা প্রথমবারের মতো সমাজের নীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং সহাবস্থানের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা শুধু শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম ধাপ নয়, এটি মানবিক সমাজ গঠনের প্রথম ইট।

তবে ভারতের মতো সামাজিকভাবে বৈচিত্র্যময় দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা এখনও নানা প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বৈষম্যের ভারে ন্যুব্জ। জাত, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, অঞ্চল, অর্থনৈতিক অবস্থান কিংবা শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতা—এই সমস্ত কারণেই বহু শিশু আজও মানসম্মত শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। গ্রামের প্রান্তিক সমাজে বিদ্যালয়ের অভাব, দারিদ্র্যজনিত কাজের চাপ, পুষ্টিহীনতা, অথবা মেয়েশিশুদের অল্পবয়সে বিবাহ—সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষার পরিধি সংকুচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে শহরাঞ্চলেও শ্রেণিগত পার্থক্য, বেসরকারি শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, ও ইংরেজি মাধ্যমের আধিপত্য সামাজিক বিভাজনকে আরও তীব্র করে তুলছে।

এই প্রেক্ষিতে "সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ন্যায়" আজ প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি শিশুর শিক্ষা পাওয়ার সমান অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষাকে এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপ দিতে হবে, যেখানে সমাজের প্রান্তিক, দরিদ্র, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদেরও সমান গুরুত্ব ও সুযোগ দেওয়া হয়।

শিক্ষার মানবিক ভিত্তি তাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়—শিক্ষা কেবল ব্যক্তি গঠনের প্রক্রিয়া নয়, এটি সামাজিক ন্যায়বোধ জাগ্রত করার উপায়ও বটে। এক মানবিক, সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা এমন এক সমাজ গড়তে পারি, যেখানে শিশুর জাত, ধর্ম, লিঙ্গ বা আর্থিক অবস্থা নয়, বরং তার স্বপ্ন, মেধা ও মানবিক মূল্যবোধই হবে তার পরিচয়ের ভিত্তি।

সমতা: শিক্ষার মৌলিক অধিকার ও বাস্তব চ্যালেঞ্জ

সমতা বা *Equity* শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি ধারণা যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি শিশু তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ ও সহায়তা পায়। এটি কখনোই 'সবার জন্য একরকম শিক্ষা' অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো দেওয়ার অর্থ নয়, বরং 'প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোজিত শিক্ষা' নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। সমতা মূলত এই ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শারীরিক প্রেক্ষাপটের কারণে কোনো শিশুকে পিছিয়ে রাখা যাবে না।

ভারতে শিক্ষার সমতা সংবিধানের ২১(ক) ধারার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০০৯ সালের *Right to Education Act* বা *RTE Act* এই সমতার দৃষ্টিভঙ্গিকে আইনি কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেছে। এই আইনের লক্ষ্য হলো ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। আইনি এই রূপায়ণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যাতে সব শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে এবং শিক্ষার সুবিধা পায়।

তবে বাস্তব পরিস্থিতি এখনও অনেক দূরবর্তী। বহু শিশু বিদ্যালয়বহির্ভূত অবস্থায় রয়েছে। ইউনিসেফ (2020) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, প্রারম্ভিক বিবাহ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা—এগুলো প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকারে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে, দরিদ্র পরিবারগুলির ছেলে শিশুরা আয় উপার্জনের জন্য শ্রমে নিয়োজিত হয়। অন্যদিকে মেয়ে শিশুরা ঘরের কাজ বা বাল্যবিবাহের চাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ফলস্বরূপ, সমান সুযোগের ধারণা প্রায়ই সীমিত হয়ে যায়—শিক্ষার সুবিধা শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বা শহুরে পরিবারগুলির শিশুর কাছে পৌঁছায়।

শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠার অর্থ কেবল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নয়। এটি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা, শিশুর পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে নিশ্চিত করাও অন্তর্ভুক্ত। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা সেই শিশুকে সহায়তা দেয়,

যার পরিবার সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকলেও সে শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্রতম গ্রামেও মানসম্মত শিক্ষক, নিরাপদ পরিবেশ, পর্যাপ্ত পাঠ্যসামগ্রী এবং পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমতা তখনই পূর্ণতায় পৌঁছায় যখন শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি নয়, বরং প্রতিটি শিশুর জীবনযাত্রার মান ও সুযোগ বৃদ্ধিতে কার্যকরী হয়।

এভাবে দেখা যায়, শিক্ষায় সমতা হল একটি সামাজিক ও নৈতিক প্রক্রিয়া, যা শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অধিকারকে বাস্তবায়ন করে এবং সমাজের সর্বস্তরের শিশুদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। এটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র নয়, বরং সামাজিক ন্যায় ও মানবিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অন্তর্ভুক্তি: শিক্ষায় বহুত্বের স্বীকৃতি

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (*Inclusive Education*) হলো এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা শিক্ষাকে শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান বা দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখেনা, বরং সমাজের বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে সম্মান জানানো একটি নৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে মানে। এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে প্রতিটি শিশু—তার লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, ভাষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে শিক্ষার মূলধারায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানো এবং সকল শিশুকে সমান মর্যাদা ও সুযোগ নিশ্চিত করা।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূলমন্ত্র হলো—"শিক্ষার্থীকে পরিবর্তন নয়, বরং শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে হবে।" অর্থাৎ, যদি কোনো শিশু শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, তবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সেই শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোজিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থী যদি শ্রবণশক্তিহীন হয়, তবে শ্রেণিকক্ষে অডিও-ভিজুয়াল সহায়তা, লিপ্যন্তরিত পাঠ্যসামগ্রী এবং বিশেষ শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরূপভাবে, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে পিছিয়ে পড়া শিশুকে তার নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার সুবিধা প্রদান এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে মানিয়ে নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘের *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, 2006)* এবং *Education for All (EFA)* আন্দোলন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে বৈশ্বিক এজেন্ডা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদের মূলমন্ত্র হলো—প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করা এবং কোনো শিশুর প্রতি বৈষম্য বা অবহেলা চলতে না দেওয়া। ভারতে *Sarva Shiksha Abhiyan* ও *Samagra Shiksha Abhiyan* প্রকল্পগুলিও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট। এ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে স্কুলে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

তবে, অন্তর্ভুক্তি মানে কেবল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা নয়। এটি একটি সামাজিক চেতনা, যা সমাজের বঞ্চিত, সংখ্যালঘু, আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করে। শিক্ষার এই বৈশ্বিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, যখন প্রতিটি শিশু শিক্ষার মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সে কেবল জ্ঞান অর্জন করে না, বরং সমাজের মর্যাদা, অধিকার এবং ন্যায়বোধকে উপলব্ধি করতে শেখে।

এভাবে দেখা যায়, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সমাজে ন্যায়, সমতা ও সহানুভূতির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এটি শিশুদের মধ্যে সামাজিক সংহতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। যখন শিক্ষাব্যবস্থা বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়,

তখন তা কেবল শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং একটি ন্যায়বিচার ও মানবিকতা সচেতন সমাজ নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করে।

সামাজিক ন্যায়: শিক্ষার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড

সামাজিক ন্যায় বা *Social Justice* হলো এমন একটি নীতিগত ও নৈতিক ধারণা যা সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করে। এর মূল লক্ষ্য হলো কোনো মানুষ, বিশেষ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি, যেন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়ের অর্থ হলো—শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষাসামগ্রী, অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার ফলাফলে সমতা নিশ্চিত করা। অন্য কথায়, শিক্ষার সুবিধা কেবল সংখ্যালঘু, প্রান্তিক বা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে।

জন রলস (*John Rawls, 1971*) তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *A Theory of Justice* এ বলেন, ন্যায় তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সমাজে সম্পদ ও সুযোগ এমনভাবে বিতরণ করা হয় যাতে সবচেয়ে দুর্বল ও পিছিয়ে থাকা শ্রেণির মানুষরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। এই ন্যায়বোধ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রয়োগ করলে দেখা যায়, দরিদ্র, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, অথবা মেয়ে শিশুরা অতিরিক্ত সহায়তার যোগ্য, কারণ তাদের সামাজিক অবস্থা প্রায়ই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে রাখে। অর্থাৎ, সামাজিক ন্যায় কেবল সমান সুযোগ নিশ্চিত করার নয়, বরং প্রান্তিক শিশুদের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করেও তাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষা প্রায়ই জাত, ধর্ম, লিঙ্গ ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে সামাজিক ন্যায় শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বহু গ্রামের মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও শিক্ষার মান, স্কুলে নিরাপত্তা, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং শিক্ষাসামগ্রীর অভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। একইভাবে, আদিবাসী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুরা প্রায়শই মূলধারার শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে না। সামাজিক ন্যায়ের নীতি অনুসরণ করে এসব শিশুদের জন্য অতিরিক্ত সহায়ক ব্যবস্থা, যেমন বৃত্তি, হোম ওয়ার্ক সহায়তা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক অভিযোজিত পাঠ্যক্রম, এবং পরিপূরক শিক্ষামূলক কার্যক্রম প্রবর্তন করা যায়।

শিক্ষকের ভূমিকা সামাজিক ন্যায় নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা কেবল পাঠ্যক্রম শেখান না, তারা শিশুদের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য প্রেরণাদাতা হিসেবেও কাজ করেন। শিক্ষকের প্রশিক্ষণে ন্যায়বোধ, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, লিঙ্গ ও সামাজিক বৈষম্য মোকাবিলার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিক্ষাব্যবস্থা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমানাধিকারের দিকে অগ্রসর হয়। এছাড়াও, পাঠ্যক্রম ও বিদ্যালয় পরিচালনায় ন্যায়বোধের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা, শ্রদ্ধা ও মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

সামাজিক ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষায় কেবল নৈতিক দিক নয়, এটি সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড হিসেবেও কাজ করে। এটি সমাজকে সচেতন করে যে, শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণে কোনো শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হওয়া উচিত নয়। ন্যায়বোধ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। এইভাবে, সামাজিক ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি গণতান্ত্রিক, নৈতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি বাস্তবায়নের কৌশল:

প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি কেবলমাত্র এক নীতিগত ঘোষণা নয়; এটি এমন এক বাস্তব সামাজিক প্রক্রিয়া, যা প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষা পাওয়ার সমান সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল দর্শন হলো—"কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে"।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার কাঠামো, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও সমাজের মানসিকতা—সবকিছুর সমন্বিত পরিবর্তন প্রয়োজন। নিম্নে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কিছু প্রধান কৌশল বিশদভাবে আলোচিত হলো—

পাঠ্যক্রমের সংস্কার: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হলো পাঠ্যক্রমকে আরও মানবিক ও বৈচিত্র্য-সংবেদনশীল করা। পাঠ্যবইয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা, পেশা, জীবনধারা ও লোকজ জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, যাতে শিশুরা নিজেদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে পাঠের সংযোগ অনুভব করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শহরকেন্দ্রিক বা একমুখী পাঠ্যবস্তুর কারণে গ্রামের বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুরা শিক্ষার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই পাঠ্যক্রম এমনভাবে নকশা করা উচিত যাতে তা সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটায়। এর ফলে শিশুদের আত্মপরিচয়, গর্ববোধ ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষকের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক। শিক্ষক শুধুমাত্র জ্ঞানের পরিবেশক নন, তিনি একজন সহানুভূতিশীল গাইড ও প্রেরণাদাতা। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে তাই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সহানুভূতি, শিশুমনোবিজ্ঞান, এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। শিক্ষককে জানতে হবে কীভাবে তিনি শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে পারেন—প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার, পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ, কিংবা ভাষাগত পার্থক্যকে সম্মান জানিয়ে বহুভাষিক পদ্ধতির প্রয়োগ—এসবই অন্তর্ভুক্তির অঙ্গ।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সফল করতে বিদ্যালয়ের শারীরিক পরিকাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়গুলিকে প্রতিবন্ধী-বান্ধব করতে হবে—র্যাম্প, হুইলচেয়ার চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত স্থান, ব্রেইল বই, শ্রবণযন্ত্র, উপযুক্ত আলো-বাতাস, আলাদা ও নিরাপদ শৌচাগার, এবং বিশ্রামকক্ষ—এসবই একটি মানবিক বিদ্যালয় গঠনের মৌলিক উপাদান। তাছাড়া বিদ্যালয়ে নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা ও শিশুদের জন্য মানসিক নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করাও অপরিহার্য। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কেবল স্থাপত্যের পরিবর্তন নয়; এটি এক সামাজিক প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ, যেখানে প্রতিটি শিশু স্বাচ্ছন্দ্যে শেখার অধিকার পায়।

সমাজ ও পরিবারের অংশগ্রহণ: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ের একার দায়িত্ব নয়; এটি একটি সামাজিক উদ্যোগ। পরিবার, স্থানীয় পঞ্চায়েত, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি, যুব ক্লাব, ও স্থানীয় এনজিও—সবাইকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে। সমাজে এমন সচেতনতা তৈরি করতে হবে যাতে কোনো শিশুকে দারিদ্র্য, লিঙ্গ বা জাতিগত কারণে শিক্ষার বাইরে ঠেলে দেওয়া না হয়। অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানো, মেয়েশিশুদের বিদ্যালয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা, ও কমিউনিটি ভিত্তিক মডেল তৈরি করা—এসবই অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিকে মজবুত করে। সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো শিক্ষানীতি দীর্ঘমেয়াদি সফলতা অর্জন করতে পারে না।

প্রযুক্তির ব্যবহার: আজকের ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। দূরবর্তী বা দুর্গম অঞ্চলের শিশুদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে অনলাইন লার্নিং, স্মার্ট ক্লাসরুম, এবং মোবাইল অ্যাপভিত্তিক পাঠ্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। বিশেষত, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অডিও-ভিজুয়াল কনটেন্ট, সাবটাইটেল, এবং ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল টুল ব্যবহার করে শেখার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও আনন্দদায়ক করা যায়। তবে প্রযুক্তি যেন বৈষম্যের নতুন উৎস না হয়—এটিও নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, ডিজিটাল ডিভাইস বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

প্রাথমিক শিক্ষায় সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ন্যায় কেবল শিক্ষানীতি বা বিদ্যালয়ব্যবস্থার বিষয় নয়; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন। শিক্ষা যদি সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়, তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সেই প্রতিচ্ছবিকে ন্যায়, মর্যাদা ও মানবিকতার রঙে রাঙিয়ে তোলে।

প্রত্যেক শিশু যদি বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠে যেখানে তাকে তার পরিচয়, প্রেক্ষাপট ও ভাষাসহ স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে সেই শিক্ষাই প্রকৃত অর্থে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

এই প্রবন্ধের সারমর্ম হলো—শিক্ষা কেবল পাঠ নয়, এটি মুক্তির পথ। আর সেই মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তির অনুশীলন করে।

তথ্যসূত্র:

- ভারতের সরকার। (২০০৯)। *শিক্ষার অধিকার আইন*। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ভারতের সরকার। (২০২০)। *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০*। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- জন রলস। (১৯৭১)। *ন্যায়ের তত্ত্ব*। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- ইউনিসেফ। (২০২০)। *বিশ্বের শিশুদের অবস্থা: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রচার*।
- ইউনেস্কো। (২০১৫)। *সবার জন্য শিক্ষা: বৈশ্বিক মনিটরিং রিপোর্ট*।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০১৮)। *জেলা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন*। পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ।
- মিফসুড, ডি। (২০২৪)। *শিক্ষা ও বিদ্যালয়ে সামাজিক ন্যায় এবং সমতা*। এমারেল্ড পাবলিশিং।
- রেন্টজি, এ। (২০২৪)। *শিক্ষায় সামাজিক ন্যায়: একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি সৃষ্টি*। ইউরোপীয় জার্নাল অব এডুকেশন।
- ফ্লোরেস, সি., ও ব্যাগওয়েল, জে। (২০২১)। *অন্তর্ভুক্তি হিসেবে সামাজিক ন্যায় নেতৃত্ব: সকলের জন্য সমতা নিশ্চিত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলন প্রচার*। এডুকেশনাল কনসিডারেশনস।
- ছাবান, ওয়াই। (২০২৫)। *সামাজিক ন্যায়ের জন্য শিক্ষামূলক নেতৃত্ব: একটি সিস্টেম্যাটিক রিভিউ*। ব্রিটিশ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন।
- নেস্টেরোভা, ওয়াই। (২০২৩)। *শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায় এবং অন্তর্ভুক্তির দিকে*। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়।
- কিকাভাই, এন। (২০২২)। *শিক্ষা ব্যবস্থা বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে কাজ করে*। পিএমসি।

Citation: **মণ্ডল. মি.,** (2025) "সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ন্যায়: প্রাথমিক শিক্ষায় মানবিকতার পুনর্গঠন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.